বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তাং 25 NOV 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

১

050

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

'৯২ সাল থেকে নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা হবে

(খায়রুল আনোয়ার)

সময়ের পরিবর্তন এবং যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। তবে শুধুমাত্র পদ্ধতি সংস্কার করলে চলবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে নিয়মিত পড়াশুনা, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারলে পরীক্ষার পাসের হার সন্তোষজনক হতে পারে।

উপরোক্ত অভিমত ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরীর। জনাব চৌধুরী গতকাল তাঁর অফিসে দৈনিক বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ফেলের কারণ এবং তা রোধ করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা হবে

(প্রথম পৃঃ পর)

দলিলউদ্দীন মন্ডলও এ বিষয়ে তাঁর মতামত রেখেছেন।

পরীক্ষায় বিভিন্ন বোর্ডের পাসের হারের তারতম্য সম্পর্কে জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী বলেন: বোর্ড কর্তৃপক্ষ কখনোই পূর্ব থেকে পাসের হার নির্ধারণ করে রাখেন না। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ওপরই পাস-ফেল নির্ভর করে। মূলত পরীক্ষার্থীদের ভাল-খারাপ পরীক্ষাই বোর্ডের ফলাফলে তারতম্য ঘটায়।

পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েও অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এ পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে যেকোন পদ্ধতিরই ভাল-মন্দ দুটি দিকই থাকতে পারে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ্ধতিরও সংস্কার হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা অনেকটা নতুন পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা সম্পর্কে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব দলিলউদ্দীন মন্ডল বলেন: শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ পরীক্ষায় নকলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। নকল সরবরাহ করার জন্যে মিনিবাস ভাড়া করে ফটোস্ট্যাট মেশিন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার মত ঘটনাও ঘটছে এর কারই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার পরিবেশের অভাব। বাড়িতেও ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি ততটা মনোযোগী নয়। পরীক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকসহ শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই সচেতন ও তৎপর হতে হবে।

পরীক্ষায় ভুল প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে। অনেক পরীক্ষার্থীর জন্যে যা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জনাব মন্ডল বলেন: প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন ও ছাপার সঙ্গে বোর্ডের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট নন। এ ব্যাপারে পৃথকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ছাপাখানা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন। এছাড়া কোন প্রশ্নে ভুল থাকলেও প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীর জন্যে এক বা একাধিক বিকল্প প্রশ্ন থাকে। তার পরেও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় ভুল প্রশ্নের বিষয়টি বিবেচনা করেই নম্বর দেয়া হয়। সে অর্থে ভুল প্রশ্নের জন্যে পরীক্ষার্থীকে কোন খেসারত দিতে হয় না।